কিছু বিষয়ে সংশয়জনিত কারণে আমি শিখতে চাই

ড: মধুসূদন কৃষ্ণ দাস

বৈষ্ণব মহাজনদের নামের পূর্বে অনেক পদবী উল্লেখ করা হয়। এসব বিষয়ে আমার কিছু বলার, জিজ্ঞাসা এবং জানার আগ্রহ আছে। তাছাড়াও অনেক বিষয়ে জানার ইচ্ছা আছে।

১. বৈষ্ণব মহাজনদের নামের আগে পরমহংস উপাধি ব্যবহার:

বিভিন্ন মঠ ও মন্দিরের বৈষ্ণব মহাজনদের নামের আগে উপরোক্ত উপাধি ব্যবহারের প্রচলন দেখা যায়। এ বিষয়ে আমি যতটুকু জানি তা হল: আজকাল পরমহংস কথাটি অনেকের ক্ষেত্রে ব্যবহার হতে দেখা যায়। যেমন যোগ-বিভূতি সম্পন্ন কোন সাধু দেখলেই না বুঝে শুনে বলে ফেলি ইনি নিশ্চয়ই যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ এবং পরমহংস। আবার সাদা-ডোর-কৌপিন দেখলেই বলে থাকি, ইনি সাক্ষাৎ সিদ্ধ পরমহংস বাবাজী। শাস্ত্র থেকে দেখা যায় সত্যযুগে হংস নামে একটিই বর্ণ ছিল। এই হংসবর্ণের মধ্যে যাঁরা ভগবান বিষ্ণুর অত্যন্ত প্রিয় হতেন তারাই পরমহংস বলে কথিত হতেন। শাস্ত্রে আরও বলা হয়েছে পরমহংস পদবীধারীগণ চার আশ্রমের অতীত। এরূপ পদবীধারী বৈষ্ণব চতুর্থাশ্রমীরও (সন্ন্যাসীর) প্রণম্য। (সূত্র: দৈনিক নদীয়া প্রকাশ)

আমি এখন সবিনয়ে মহান বৈষ্ণবগণের কাছে জানতে চাই:

পরমহংসের লক্ষণ কি কি? কাকে আমরা পরমহংস বলবো? এই বিষয়ে কি শাস্ত্রীয় প্রমাণ রয়েছে? কোন কোন শাস্ত্রে এই বিষয়ে আলোচনা রয়েছে?

২. অষ্টোত্তরশতশ্রী (১০৮) উপাধি:

অনেক বৈষ্ণব মহাজনের নামের পূর্বে ১০৮ বা অষ্টোত্তরশতশ্রী উপাধি বা শব্দ ব্যবহার করা হয়। ১০৮ বা অষ্টোত্তরশতশ্রী দ্বারা কি বোঝানো হয়?

আমি এপর্যন্ত যা জেনেছি তা হল আদি শঙ্করাচার্য্য ১০ ধরনের সন্ন্যাস সম্প্রদায় প্রথা চালু করেছিলেন। এই প্রথার ইতিহাস আমার জানামতে নিম্নরূপ:- মহর্ষি ব্যাসদেব→ শুকদেব গোস্বামী→ গৌরপদাচার্য্য→ গোবিন্দ পদাচার্য্য → শঙ্করাচার্য্য → চারজন শিষ্য:

১. বিশ্বরূপাচার্য্য / হান্তামলাচার্য্য

২. পদ্মপদাচার্য্য

৩. ততোকাচার্য্য

৪. পৃথ্বীধরাচার্য্য / সুরেশ্বরাচার্য্য।

শঙ্করাচার্য্যের উপরোক্ত চারজন শিষ্য থেকে তাঁর প্রবর্তিত দশনামী সন্ন্যাস সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ ১০ ধরনের উপাধিধারী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের প্রচলন হয়।

১. বিশ্বরূপাচার্য্য / হান্তামলাচার্য্য থেকে দুই ধরনের পদবী ধারী সন্ন্যাসীর প্রচলন হয়: (ক) তীর্থ এবং (খ) আশ্রম। উদাহরণ: শ্রীমৎ ভক্তিবিলাস তীর্থ গোস্বামী (শ্রীচৈতন্য মঠের একসময়ের মঠাধ্যক্ষ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শিষ্য)।

২. পদ্মপদাচার্য্য থেকে নিম্নোক্ত দুই ধরনের পদবীধারী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়: (গ) বন এবং (ঘ) অরণ্য। উদাহরণ: শ্রীমৎ দয়ানন্দ সমাশ্রয় বন মহারাজ (কলকাতাস্থ এক মঠে অবস্থান করছেন)।

৩. ততোকাচার্য্য থেকে নিম্নোক্ত তিনটি পদবীধারী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের প্রচলন হয়: (ঙ) গিরি, (চ) পর্ব্বত এবং (ছ) সাগর।

৪. পৃথ্বীধরাচার্য্য / সুরেশ্বরাচার্য্য হতে নিচের তিন পদবীধারী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের প্রচলন হয়: (জ) সরস্বতী, (ঝ) পুরী এবং (ঞ) ভারতী। উদাহরণ: শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ এবং শ্রীল ভক্তি প্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ ।

পরবর্তীকালে ১০৮টি উপাধিধারী সন্ন্যাস সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয় বলে শুনেছি। একটি বইতে এর উল্লেখ পেয়েছি মাত্র, কিন্তু পদবীসমূহ-এর নাম ঐ বইতে নেই (সূত্র: অমৃতের সন্ধানে, শ্রীমৎ ভক্তিপ্রজ্ঞান যতি মহারাজ (শ্রীমায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্য মঠের একসময়ের অধ্যক্ষ)। মহারাজ তাঁর বইতে শাশ্বত সংহিতা নামক একটি বইয়ের উল্লেখ করেন যেখানে নাকি সন্ন্যাস আশ্রমের ক্ষেত্রে ১০৮ টি পদবীর কথা উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু তিনি সেগুলোর নাম উল্লেখ করেননি। এই ১০৮ টি উপাধি যিনি ধারণ করতে পারেন তাঁর নামের আগে অষ্টোত্তর শতশ্রী পদবী ব্যবহার করা হয় বলে জানা যায়। কিন্তু ১০৮ টি উপাধি কি কি? কেউ কি কৃপা করে জানাবেন? কোন বইতে আছে? কে বা কারা এই সব উপাধি চালু করেছিলেন। কৃপা করে কেউ প্রকাশ করলে শুধু আমি নই অনেকেই জানতে পারতেন।

৩. পরিব্রাজকাচার্য্য: সন্ন্যাস আশ্রমের চারটি স্তর আছে: কুটীচক, বহুদক, পরিব্রাজক এবং অবধূত। পরিব্রাজক স্তরে সন্ন্যাসীগণ বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করে ভগবানের নাম, গান, যশ এবং মহিমা কীর্ত্তণ করেন। যে সন্ন্যাসী প্রভু এই স্তরে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম বা নেতৃস্থানীয় বলে বিবেচিত হন, তাঁর নামের পূর্বে উপরোক্ত পদবী ব্যবহার করা হয় বা যায়। প্রশ্ন হল, অন্য কোন কারণ আছে কি?

৪. শ্রীপাদ, শ্রীমাণ, শ্রীমৎ, শ্রীল, পূজ্যপাদ ইত্যাদি পদবী ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমার প্রশ্ন এবং জানার ও শেখার বিষয়:

(ক) শ্রীপাদ: এই পদবীটি আজকাল প্রায়ই অনেক বৈষ্ণব, বিশেষত যারা YouTube এবং Zoom এর মাধ্যমে প্রবচন দিচ্ছেন বা দেন তাদের নামের আগে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। ইংরেজি H.G. (অর্থাৎ His Grace / Her Grace) বর্ণ দুটি দ্বারাও এই পদবী অনেক সময় নির্দেশ করতে দেখা যায়।

অনেকে বলেন H.G. পদবীটি কনিষ্ঠ স্তরের বৈষ্ণবদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তাই কি? আবার শ্রীপাদ শব্দটি আমি যতদূর জানি শ্রীমণ মহাপ্রভু শ্রীমণ নিত্যানন্দ প্রভুকে সম্বোধন করার সময় ব্যবহার করে ছিলেন। নবদ্বীপ / মায়াপুরে একসময় এসে নিত্যানন্দ প্রভু শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে আত্মগোপন করেছিলেন। ঐ সময় একদিন মহাপ্রভু তাঁর খোঁজে সেখানে যান এবং প্রভুকে শ্রীপাদ বলে সম্বোধন করেন।

একটি ধর্মীয় পত্রিকার (যতদূর মনে পড়ে ইসকন কর্তৃক প্রকাশিত ভগবৎ দর্শন পত্রিকা ?) প্রশ্নোত্তর পর্বে দেখেছিলাম একজন পাঠক শ্রীপাদ পদবী ব্যবহারের যোগ্যতা কাদের আছে বলে প্রশ্ন করায় উত্তরদাতা বলেছেন যে যে মহান বৈষ্ণব কৃষ্ণকে সরাসরি দেখাতে পারেন বা তার সাথে কথা বলতে পারেন, তাঁর ক্ষেত্রেই এরূপ পদবী ব্যবহার যুক্তিযুক্ত। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভাষায়: "কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার, তোমার শকতি আছে" - এরূপ শক্তির অধিকারী বৈষ্ণব মহাজনদের নামের আগে এই পদবী ব্যবহার করা উচিত। এই যদি হয় তবে তো শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী - প্রমুখ মহান বৈষ্ণব মহাজনদের নামের আগে শ্রীপাদ পদবী ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত। বৈষ্ণব মহাজন এবং বৈষ্ণব প্রভুগণ এই বিষয়ে আলোকপাত করলে কৃতার্থ হবো।

(খ) শ্রীমান ও শ্রীমৎ উপাধি: আমার গুরু মহারাজের (ওঁ বিষ্ণুপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রী শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ) এক প্রবচন থেকে জানতে পেরেছি শ্রীমান এবং শ্রীমৎ পদবী সমতুল্য। তিঁনি বলেছেন যে সব বৈষ্ণব মহাজনের কাছে প্রচুর কৃষ্ণপ্রেম রয়েছে এবং যিনি ঐ প্রেম

অকাতরে বিলি করেন করতে সক্ষম তার / তাদের নামের আগে উপরোক্ত পদবী ব্যবহার করা যায়।

(গ) শ্রীল উপাধি: গুরু মহারাজের একই প্রবচন থেকে তাঁর শ্রীমুখ থেকে জানতে পারি যে সব বৈষ্ণব মহাজনের কাছে অফুরন্ত কৃষ্ণপ্রেম রয়েছে এবং তাঁরা অকাতরে ঐ প্রেম বিলি করলেও তা নিঃশেষ হয় না, তাদের নামের আগে শ্রীল উপাধি/পদবী ব্যবহার যুক্তিসঙ্গত।

(ঘ) পূজনীয়/ পূজ্যপাদ পদবী: যে কোন শুদ্ধ বৈষ্ণব-এর নামের আগে এই পদবী ব্যবহার করলে কারো কোন আপত্তি থাকার কথা নয় বলে আমার মনে হয়। অন্য মত থাকলে অনুগ্রহ করে জানাবেন।

৫. দশমী বিদ্ধা একাদশী নির্ণয় প্রসঙ্গ: একদিন Facebook দেখলাম একজন ভক্ত খুবই আত্মতৃপ্তির সাথে ঘোষণা করলেন যে দশমী বিদ্ধা একাদশী কিভাবে নির্ণয় করতে হয় তা তিনি খুব সহজভাবে আলোচনা করে ভক্তদের সংশয় দূর করে দেবেন। আগ্রহ নিয়ে তাঁর ভিডিও শুনলাম। একপর্যায়ে তিনি বললেন, ১ মুহূর্ত = ২৪ মিনিট। এভাবে ৪ মুহূর্তে ৯৬ মিনিট = ১ ঘন্টা ৩৬ মিনিট। আবার বললেন সূর্যোদয়ের ১ ঘন্টা ৩৬ মিনিট - অর্থাৎ ৪ মুহূর্ত পূর্বে দশমী থাকলে একাদশী দশমী বিদ্ধা হবে। তাই পরদিন একাদশী হবে না। এর ফলে সংশয়ে পড়ে গেলাম। এতদিন শুনে এসেছি এবং শাস্ত্রেও দেখেছি ১ মুহূর্ত = ৪৮ মিনিট এবং সূর্যোদয়ের ২ মুহূর্ত আগেও দশমী বর্তমান থাকলে একাদশী দশমী বিদ্ধা হবে। তিনি দণ্ডের যে হিসাব দেন তাও ভুল। তার মতে ২ মুহূর্ত = ১ দন্ড। তাই ২ দন্ড = ১:৩৬ ঘন্টা। অথচ আমার জানামতে ১ দন্ড = ২৪ মিনিট। তাই ৪ দন্ড = ১:৩৬ ঘন্টা। এভাবে সাধারণ ভক্তদের সাথে আমি নিজেও সংশয়ে পড়লাম। তিনি কি ভুল ব্যাখ্যা দেন নাই?

YouTube এবং Facebook এ আজকাল অনেকেই এভাবে ধর্মীয় বিষয়ে ব্যাখ্যা দিতেছে আমাদের মতো অল্পজ্ঞান সম্পন্ন মানুষদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছেন। এ বিষয়ে কারোও কোনও মন্তব্য আছে কি? অনুগ্রহ করে জানাবেন?

৬. রাধারাণীর তিলক প্রসঙ্গ: শ্রীমতি রাধারাণীর তিলক আছে কিনা এবং থাকলেও দেখা যায় না কেন? - এই প্রসঙ্গে কিছু (video) আলোচনা কিছু সাধু ব্যক্তি করেছেন। আলোচনা থেকে দুটো বিষয় জানলাম:-

(ক) একদল বলছেন রাধারাণীর কোন তিলক নেই। তিঁনি তিলক পরিধান করেন না।

(খ) অন্যদল বলছেন তিলক আছে। তবে তাঁর বর্ণ তপ্তকাঞ্চনের মতো হওয়ায় তিলক ঐ বর্ণের আড়ালে থেকে যায়।

আমি যতটুকু শাস্ত্র-গ্রন্থ পড়েছি তার থেকে জেনেছি (খ) নং বক্তব্য সঠিক। শুধু তাই নয় তাঁর তিলকের নাম হলো স্মরবিন্দু। (সূত্র: শ্রীহরিদাস দাস, শ্রী শ্রী গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান, ১ম খন্ড)

৭. প্রণামের প্রকারভেদ প্রসঙ্গ: একজন ভক্ত একটি post এর মাধ্যমে বলেন: শাস্ত্র অনুযায়ী প্রণাম দুই ধরনের:

(১). সাষ্টাঙ্গ প্রণাম এবং (২) পঞ্চাঙ্গ প্রণাম।

(১). সাষ্টাঙ্গ প্রণাম: (ক) দুই বাহু, (খ) দুই চরণ, (গ) দুই জানু (হাঁটু), (ঘ) বক্ষ, (ঙ) মস্তক, (চ) দৃষ্টি, (ছ) মন এবং (জ) বচন। এই আট প্রকার অঙ্গ দ্বারা দন্ডবৎ প্রণামকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম বলা হয়।

(২) পঞ্চাঙ্গ প্রণাম: (ক) দুই জানু (হাঁটু), (খ) দুই বাহু, (গ) মস্তক, (ঘ) মন ও (ঙ) বচন - এই পাঁচ অঙ্গ দ্বারা প্রণামকে পঞ্চাঙ্গ প্রণাম বলা হয়।

এরপর তিনি শাস্ত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে কখন ও কোন অবস্থায় এবং কিভাবে প্রণাম করতে হবে এবং করা যাবে না - সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি এই প্রসঙ্গে আগম শাস্ত্র, এবং শ্রী শ্রী হরিভক্তি বিলাস গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন। খুবই সুন্দর আলোচনা। তবে এই প্রসঙ্গে আমার কিছু সংশয় এবং প্রশ্ন রয়েছে।

(ক) আট অঙ্গের কথা বললে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম হয় কি করে? একে তো অষ্টাঙ্গ প্রণাম বলা উচিত(?)

প্রণাম তো চার ধরণের: (i) অভিবাদন, (ii) অষ্টাঙ্গ, (iii) পঞ্চাঙ্গ এবং (iv) কর শির প্রণাম (কর ও শির সংযোগ করে প্রণাম)

(খ) বরাহ পুরাণে ভগবান বলেছেন: “যদি কোন মানব দেহকে বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন করে আমাকে প্রণাম করে, তাহার ধবলকুষ্ঠ ও মূর্খত্ব প্রাপ্তি হয়।” অথচ আমরাতো অহরহ এরূপ খানা দেখি / দেখছি।

(গ) শ্রী গুরুদেব ব্যতীত অন্য বৈষ্ণবকে শ্রী বিগ্রহের সম্মুখে পূজা করা অপরাধ।

(ঘ) শ্রী হরিগুরুবৈষ্ণবকে বামদিকে রেখে দন্ডবৎ প্রণাম করাই বিধি।

(ঙ) ভক্তিগ্রন্থ বা জপমালিকা হাতে রেখে দন্ডবৎ প্রণাম করা অপরাধ।

(চ) শিরস্ত্রাণ, শিরোভূষণ (পাগড়ী) বা উত্তরীয় উন্মোচন না করে দন্ডবৎ প্রণাম, ছাতাধারণ করে অথবা মাথায়, হাতে বা পিঠে কোন দ্রব্যাদি নিয়ে দন্ডবৎ প্রণাম করা অপরাধ। (সূত্র: দৈনিক নদীয়া প্রকাশের প্রবন্ধাবলীতে প্রকাশিত 'প্রণাম' নামক প্রবন্ধে উল্লেখিত। দৈনিক নদীয়া প্রকাশ পত্রিকাটি শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর কর্তৃক প্রকাশিত। এই পত্রিকায় একসময় উক্ত নিবন্ধটি ছাপা হয় এবং পরবর্তী সময়ে গৌড়ীয় মিশন বাগবাজার কর্তৃক প্রকাশিত "নদীয়া প্রকাশের প্রবন্ধাবলী - ২য় খন্ডে প্রকাশিত হয়।)

উপরোক্ত বিষয়ে বৈষ্ণব মহাজনদের অভিমত পেলে আমার মতো অধম কৃত-কৃতার্থ হবে। সবার শ্রীচরণে দন্ডবৎ প্রণতি। আমার টেলিফোন (WhatsApp একই) নম্বর: +91 84207 89855.